কীর্তন-মালা

চতুর্থ খণ্ড (পরিপূরক ভাগ) : দিনর নিতি

শ্রী কালীপ্রসাদ সিংহ
অধ্যাপক,
সংস্কৃত বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়
আগরতলা

অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী
কচুধরম,
চেংকুড়ি, শিলচর – ৭৮৮০০৭

কীর্তন-মালা

চতুর্থ খণ্ড (পরিপূরক ভাগ) : দিনর নিতি

শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ

অধ্যাপক,

সংস্কৃত বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

আগরতলা

অজা যাবাইসেনা প্রকাশনী

কচুধরম,

চেংকুড়ি, শিলচর - ৭৮৮০০৭

Kirtan Mala (Vol. IV) : Supplementary Part

প্রকাশনাত —

শ্যামানন্দ সিংহ

অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী

কচন্ধরম,

চেংকুড়ি, শিলচর ৭৮৮০০৭

ছাপানিত —

ইমাগো প্রেস

কচন্ধরম

চেংকুড়ি, শিলচর-৭৮৮০০৭

রাম নবমী

২৮ চৈত্র, '৯৮সন (১১ এপ্রিল, '৯২ ইং.)

দাম ঃ - ১০'০০ টাকা

সূচীপত্র

জলকেলি

১। সখীসঙ্গে জলকেলি অভিলাস করে
আহিলাহে শ্যামগৌরী রাধাকুণ্ড পারে।
কুণ্ডপারে থয়া নিজ নিজ অলঙ্কার
লামলা কুণ্ডত অ'য়া আনন্দ অপার
কুণ্ডজলে শ্যামগৌরী সখীগণ-সঙ্গে
আরম্ভিলা জলকেলি প্রেমর তরঙ্গে।

২। শ্রীরাধাকুণ্ডর জলে ব্রজগোপী কৃষ্ণ মিলে
করতারা চেই, জলকেলি।
ভাহে ভাহে, বুড়ে বুড়ে, ঢৌরে হাতুরে হাতুরে,
খেলতারা কতো কতো খেলি।
কুনোগোই কণ্ঠজলে, কুনোগোই নাভিজলে,
আঠুজলে কুনোগো লামিয়া—
শ্রীগোবিন্দর উপরে পানি হিচে বারে বারে
আ'হিতারা পরাণ বুজিয়া।

৩। শুদ্ধ রাধাকুণ্ড-জলে খেলতারা হাবি মিলে
প্রতি অঙ্গ কতি ঝলমল!
রূপ চেয়া চেয়া শ্যামে পুলকিত অ'য়া প্রেমে
আনন্দে করের টলমল।
ব্রজর রমণী যতো, রূপ ধরে ধরে ততো
সুখ দের শ্যামে জনে জনে—
অঙ্গে শ্রীহস্ত বুলেয়াঃ কারো অঙ্গে অঙ্গ দিয়া,
কারে দিয়া পরশ বদনে।

৪। ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে খেলায় নাগরে
জলকেলি রাধাকুণ্ড জলে।
নীলপানি যেন অ'ছে সুশোভিত
শত শত রঙর কমলে ॥
শ্যামল ধবল রাঙা নীল পীত
নানা রঙে শাভোহি গোপিনী।
নীলুবা কমল, ছনায় কমল,
গিরিধারী রাই-কমলিনী ॥
গন্ধে আমোদিত রাধাকুণ্ড জল
ছিচে ছিচে খেলায় নাগরে।
গোপিনী হাবিয়ে দিতারা মিলিয়া
ঢালে ঢালে শ্যামর উপরে ॥

৫। ভাগ অ'য়া দুই দলে
খেলতারা হাবি মিলে।
রাই পক্ষে গোপী হাবি,
শ্যাম পক্ষে একেলা।
হাবি গোপী নাগররে
আছি চারিবেদে ঘিরে;
বুকুত একেলা শ্যামে
খেলায় বা কি খেলা!

৬। মিলে ব্রজ গোয়ালিনী
দিতারা ছিটিয়া পানি শ্যামর উপর।
চারিবেদে ঘিরে ঘিরে
দিতারাহে বারে বারে (যেন) ধারা শ্রাবনর।

ঘুনে ঘুনে শ্যাম চানে
দের পানি জনে জনে সখীর উপর।
মুরারিয়া সামালানি
মনার পলেয়া যানি শ্যাম সুনাগর।

৭। শ্যামে পলানির পথ চার

জলযুদ্ধে মুরারিয়া পলানির পথ চার;
চারিবেদে ব্রজনারী যানার পথ নাপার।

এবেদে হেবেদে চার শ্যাম গুণমণি;
মাতভারা ব্রজগোপী 'নারবে পলানি'।
নিরুপায় শ্যামে রাই- আভালেদে গিয়া
নিজরে করের রক্ষা শ্রীমুখ লুকেয়া।
ব্রজগোপী হাবি মিলে শ্যাম-মুখ চেয়া
অঞ্জলি অঞ্জলি পানি দিতারা ছিটিয়া।

৮। বলি :
(এসাদে)
শ্রীরাধা কুণ্ডর জলে জলকেলি করে;
গিরিধারী গোপী হাবি কাইলাগা পারে।
সাজাদিয়া গোপিনীয়ে নানা আভরণে
বহাদিলা শ্যামগৌরী কুঞ্জর আনন্দে।

বংশী—শিক্ষা

১। বলি ঃ

গৌরাঙ্গর পূর্বভাব আয়া আজি মনে
করের বাশীর ধ্বনি কমল-বদনে ।
শুনিয়া বাশীর শব্দ গদাধর আয়া
বামে উবা ঐল, 'বাশী হিকাদে' বুলিয়া ।
প্রভুরে মাতের, দিয়া সুমধুর মুকসি,
'আগে নাগরালি হিক, তার পিছে বাশী ।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিলো উবা' বঙ্কিম-নয়নে ;
তার পিছে দিতৌ বাশী শিক্ষা মি যতনে ।

২। (কুঞ্জে মিলনর পরে মাতিরী রাধিকা—)
ওহে বন্ধু !
রসময় শ্যাম ! মোর শুনে নিবেদন—
আজিকার মোর আশা করেদে পুরণ ।
যে বাশীলো করেছত মোরে পাগলিনী,
আজি মোরে দেতা শিক্ষা ও বাশী বাজানি ।
বাশী হিকানির কাজে আহেছু মি বনে ;
এ শিক্ষা দিয়া তি মোর আশা পুরা দেনে !

৩। (মাতের আহিয়া মৃহ শ্যাম সুনাগর—)
কুন বাশী ধনী আইলে হিকাত ?
বেণু, মুরলী, না বংশিকা ?—মাত ।
বেণু অ'র নাও নয় রন্ধ্রর,
সাত রন্ধ্রে নাও মুরলী হে অ'র,
নয় রন্ধ্র ঐলে অ'র বংশিকা,
কুন বাশী শিক্ষা দিতু, রাধিকা ?
(রাধিকা মাতিরী শ্যাম- নাগররে চেয়া—)

বংশী শিখা মোরে | হে নাগর-রাজ !
বেণু মুরলীর | নেই কুনো কাজ।

৪। ও শ্যাম !
যেসাদে পুলিন-বনে | বাজার বংশিকা,
ওসাদে নাগর ! মোরে | দেত্তা আজি শিক্ষা।
কুন রন্ধ্রেতো আহের | নাঙ মি রাধার ?
কুন রন্ধ্রে শ্রীযমুনা | উজান বহার ?
ময়ুর-নর্তন অ'র | কুন রন্ধ্র-তালে ?
কুন রন্ধ্রে ছয় ঋতু | অ'র এককালে ?
পুলইতারা ধেনুপাল | কুন রন্ধ্র-গানে ?
কুন রন্ধ্রে বনফুল | শাতর বিপিনে ?
কুন রন্ধ্রে ব্রজগোপী | করর মোহিত ?
মোরে শিক্ষা দেনে আজি | ওহে প্রাণকান্ত !

৫। (শ্রীরাধারে বাশী দিয়া মাতের নাগরে —)
অধরে লাগেয়া তোর | রাধে ! একমনে
বাশী আজি | হিকত্তা যতনে।
হিকাদিঙ তোরে বাশী | কিসাদে বাজানি,
কিসাদে বাশীর রন্ধ্রে | আঙুলি চালানি।
রন্ধ্রে ঝাপ দে এসাদে, | এসাদে এরাদে ;
ফু'দিয়া আঙুলি তোর | চালাত্তা এসাদে !
এ রন্ধ্রে আঙুলি দিলে | যমুনা উজার.
এ রন্ধ্রে আহের রাধে ! | নাঙ রাধিকার।
ধেনুপাল আহিতারা | এ রন্ধ্রর গানে,
এ রন্ধ্রর সুরে ফুল | শাতরহে বনে।
গোপী-যোগী-ঋষি-মন | এ রন্ধ্রে হরের,
পঞ্চরস পুলকরে | এ রন্ধ্রে আনের

৬। হিকিরী রাধিকা ধনী প্রাণনাথ সঙ্গে—
কিসাদে বাজানি বাশী অতি মনোরঙ্গে।
রাইর আঙুলি হুনা- চম্পকর কুড়ি—
শ্যাম আঙুলির লগে চালন করিরী।
কিসাদে রাগিণী বারো রাগ নিকালানি
হিকিরী পরমানন্দে রাই বিনোদিনী।

৭। যতনে হিকিয়া বাশী যেসাদে বাজানি
মাতের শ্রীরাধিকারে শ্যাম গুণমণি।
হিকলে এবাকা ধনী! বাশী তি বাজানি;
ধরতা বাজেয়া মোরে হুনাতাহে খানি।
হুনিয়া শ্যামর কথা রাই বিনোদিনী
বাশীগো নিলোগা আ'তে মনেয়া বাজানি।

৮। রাধা আনন্দিত অ'য়া অধরে বাশীগো থয়া
উরা অ'হে চেই, নিয়া ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা।
ফুঁকিয়া বাশীর রন্ধ্রে করিরী পরমানন্দে
অঙ্গুলি-চালন, চেই কতি অনুপমা!
রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিনোদিনী দিরী কতোবা রাগিণী
শাতর নিকুঞ্জ-বনে পাতা ফুল কুড়ি।
হুনিয়া বাশীর গান আচানক শ্যামচান;
ঘনে ঘনে দের ধ্বনি 'আহা বলিহারি!

৯। বলি :
শ্রীরাধিকা কৈলো শিক্ষা বাশীর বাজন;
দেখে আনন্দিত ঐল শ্রীবৃন্দা-কানন।

পুষ্পযুদ্ধ

১। আজি চেই, ফুলবন দেহিয়া গৌরার
ফুলযুদ্ধ মনে অ'য়া আনন্দ অপার।
'জয় জয়' ধ্বনি দিয়া পারিষদ-গণে
গৌরারে দিতারা ফুল আয়া জনে জনে।
গদাধর-অঙ্গে গৌর হিচেদের ফুল ;
গদাধরে ফুল দিয়া আনন্দে আকুল।
দেহিয়া গৌরার ব্রজ- ভাবর বিলাস
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ আনন্দে উল্লাস।

২। ফুলবনে আজি শ্যাম সুনাগর
খেলার গোপীর লগে আনন্দ-অন্তর।
শ্যামচান্দে চেয়া চেয়া গোপীর বদনে
ফুল ছিড়ে দ্বিয়ো অ'তে দের ঘনে ঘনে।
ফুল গাছর আড়ালে ব্রজগোপীগণ
করতারা নিজরক্ষা লুকেয়া বদন।
শ্রীরাধা হুনার আ'তে শ্রীমুখ ঝাপিয়া
থাইলী মাটীত বয়া মুরগো নচেয়া।

৩। বৃন্দাদেবী শ্রীরাধার এগতি দেহিয়া
রক্ষা করানির কাজে আহিলী ছুটিয়া।
পুষ্পধনু পুষ্পশর দিয়া রাধিকারে
মাতিরী, 'যুদ্ধত উবা' ধুলে বারে বারে।
তবে ধনুশর লয়া তুলিয়া বদন
রাধিকা শ্যামরে চেয়া মাতিরী বচন।

৪। প্রাণনাথ ! লহে ধনুশর ;
রণর কৌশল আজি চেইতৌ মি তোর ।
তোর পুষ্প ধনু-শরে আছে কতি শক্তি
দেহুরাতা আজি মোরে এ মোর মিনতি ।
তিও চাতা কতি শক্তি মোর ধনুশরে ;
বাচর কি না বাচর আজি এ সমরে ।

৫। এতা কথা মাতে মাতে পুষ্পধনুশর-আ'তে
করলো সন্ধান ধনী শ্যাম-অঙ্গ চেয়া ।
পুষ্পশর জগুে জগুে নাগরর শ্রীচরণে
পড়ের ধারালো চেই, অঞ্জলি রচিয়া ॥
তবে শ্যাম সুনাগর নিয়া নিজ ধনুশর
এরাদিলো চেয়া চেয়া রাধার বদন ।
পুষ্পশর গিয়া গিয়া বিনাসুতা মালা অ'য়া
রাধার হুমার কণ্ঠে ঐলগা ভূষণ ॥

৬। রাধাশ্যাম- যুদ্ধ চেয়া গোপী হাবিয়ে মিলিয়া
দিতারা আ'তর তালি 'জয় জয়' বুলে ।
দিলা গোপীয়ে ঘোষণা 'দ্বিয়োগিও অ'ছো মান্না
এবাকা দ্বিয়োগি ঝুলো কায়া ফুলদোলে ॥

৭। রাইকানু ফুলদোলে ঝুলতারা বনে—
ফুল-মালালো সাজাছি ফুলর আসনে ।
ফুলর বসন অঙ্গে, ফুলর ভূষণ,
ফুলর নুপুর পদে, ফুলর কঙ্কন ।
শ্যামনাগরর শিরে ফুলময় চূড়া,
রাধিকার শিরে বেণী ফুলে ফুলে বেড়া ।
ফুলময় তনু চেয়া ফুলর এ বনে
ফুলধনু লাজেডরে লুকাছে গোপনে ।

পাশাখেলা

১। বলি ঃ

শ্রীরাধা মাতিরী, 'বন্ধু হুনে নিবেদন –
আজি মোর মনে আশা অছে জাগরণ।
আশা পুরা দিবে কিনা দে মোরে বচন।'
নাগরে মাতের, 'মাত, করতৌ পুরণ।'

২। কোকিল সুরে মাতিরী রাই,
'হে নাগর শ্যাম তোর সনে।
সুখর পাশা খেলা খেলিঙ
কুঞ্জমাজে আজি বৃন্দাবনে।

৩। 'খেলিক' বুলিয়া শ্যামে আ'তে নিয়া পাশা
বহিল শ্রীরাধিকার পুরানিত আশা।
ললিতা মাতিরী, 'বন্ধু! আগে থহে পণ;
পণ নায়া খেলানির নেই প্রয়োজন।'
নাগরে মাতের, 'মোর হুনোহে বচন—
শ্রীরাধা হারলে দিতৈ জীবন-যৌবন।'
রাধিকা মাতিরী, 'হুন শ্যাম সুনাগর!
হারলে তি দিবেতাহে মুরলীগো তোর।'
পণ লেপোনির পিছে অ'কৈলা খেলানি;
চারিবেদে চেয়া আছি ব্রজর গোপিনী।

৪। বৃন্দা আগুরেয়া আয়া দিলোতা ঘোষণা--
'শ্যামে নিকালানি এক রায়ে আট দেনা।
এক দানে না পারলে দেনা দুই দান;
কৃষ্ণই মারানি আগে— নিয়ম এহান।
তবে শ্যামে আ'তে নিয়া পাশা দিলো উড়া;
এক নিকুলিয়া আগো ঐল খানি তেড়া।

গোপীয়ে চীকারি দিলা, 'নারলে নারলে।'
মাতের নাগর শ্যামে 'বারো দিঙ' বুলে।
বারো দিতে নিকুলিল আগেকার সাদে ;
গোপীয়ে চীকারি দিলা 'বাশী দে এগোদে।'
নাগরে মাতের, 'চেই দান রাধিকার ;
পিছে জয় পরাজয় করিয়ো বিচার।'
তবে 'ভালো ভালো 'বুলে পাশা উড়াদিয়া
একদানে দিলো রায়ে আট নিকালেয়া।
'রাই জয়' বুলে গোপী দিলাতা চীকারি ;
তুলিরী ললিতা সখী গুটি উরাউরি।
ব্রজর গোপিনী হাবি আহিলা ছুটিয়া ;
শ্যামর আ'তেতো বাশী নিলাগা কাড়িয়া।
নিরুপায় অ'য়া শ্যামে কাতর অন্তরে
মাতের, 'বাশীগো মোর দেই দয়া করে।'

৫। রাধে ! দে দে, বাশী মোর সরবস্ব ধন।
এ বাশীগো রাধে ! মোর প্রাণর সমান।
বাশীসুরে আনুরি মি যোগীর ধিয়ান ;
আকর্ষণ করুরি মি গোপীর পরাণ।

৬। দুঃখ নাদি ওহে পরাণ রাধে !
বাশী দিয়া মোর ঠইগো থদে।
হুনে রাধে ! মোর এ নিবেদন—
দেহে মোরে বারো মোর জীবন।

৭। শ্যামর কাতর বাণী হুনে রাই বিনোদিনী
বাশী পুনঃ কৈলো সমর্পণ।
'জয় রাধা শ্যাম' ধ্বনি দিলা ব্রজর গোপিনী ;
আনন্দে বুজিল বৃন্দাবন।

ডুবখেলা

১। বলি ঃ

রাই কানু দ্বিয়োজন বহেছি আসনে—
ভাহেয়া শ্রীবৃন্দাবন রূপর কিরণে।
উবাকা শ্রীবৃন্দাদেবী দ্বিয়োগিরে চয়া
মাতিরীহে করযোড়ে মধুর আঁহিয়া—
'সাজাছু মি তুমারকা এরে বৃন্দাবন ;
এ বন ভ্রমণে করো আনন্দিত মন।'
বৃন্দাবাক্যে রাধাশ্যামে নিয়া গোপীগণ
চেইতারা বুলে বুলে সুখ-বৃন্দাবন।

২। বৃন্দাবনে কতি শোভা— বৃন্দাবনে !
দশদিক অ'ছে শোভা কুসুম-কাননে।
শাতছেহে বনে বনে মালতী লবঙ্গলতা—
চম্পক মাধবী আর কেতকী অপরাজিতা।
দেখিয়া যুগল রূপ বনবৃক্ষলতা ফুলে
দিতারা অঞ্জলি করে যুগল চরণ-তলে।
ফুলে ফুলে মধু লোভে রহিতারা বুলে বুলে—
গুন গুন গুন গুন রোবে বেড়িয়া ভ্রমরা পালে।
কোকিলে পঞ্চম সুরে দিতারা ধ্বনি মধুর,
পেখম মেলিয়া চেই, ময়ূর নাচে বিভোর।

৩। বলি ঃ

বনভ্রমণর পিছে গোপীগণ-সনে
আহিলা শ্রীরাধাশ্যাম সুখ-কাম্যবনে।
এ কাম্যবনর বুকে আছে সরোবর ;
তার বুকে নীল পানি অতি মনোহর।

বৃন্দাই মাতিরী, 'প্রভু! এরে সরোবরে
রাই সঙ্গে জল কেলি করো দয়া করে।
বৃন্দার হুনিয়া কথা শ্যাম সুনাগরে
লামিল শ্রীরাধিকারে নিয়া সরোবরে।

৪। রাধাশ্যামে জল কেলি খেলতারা সরোবরে।
বুড়ে বুড়ে ভাহে ভাহে আগোরে আগোই ধরে।
নীলুৰা-বরণ শ্যাম রাই হুনার বরণী—
যুগল থাম্পালে হেন শোভেছে নীলুৰা পানি।

৫। বৃন্দাই মাতিরী, 'হুনো রসময়!
খেলো নিয়ম মানিয়া।
এককালে বুড়ো পানিত দিয়োগো
দিয়োগিয়ে পণ থয়া।
যেগোই মুরগো আগে নিকালবো,
উগো হারতৈহে পণে;
শ্যামে দিতৈ বাশী, রায়ে ইতৈ দাসী—
এ কথা থয়োহে মনে।'

৬। 'হবা অ'ছে 'বুলে দিয়ো— গিয়ে বুড় দিলা;
সখীর সমাজ পারে বিচারে বহিলা।
নিকুল্লী শ্যামর আগে রাই বিনোদিনী;
'জয় শ্যাম' বুলে সখী দিলা জয়ধ্বনি।

৭। বৃন্দাই ডাহিয়া তবে মাতিরী রাধারে—
'জিঙানির বুদ্ধি কর শ্যামরে এবারে।
বুড়িয়াউ খানি থায়া বারো নিকুলিছ;
ইঙ্গিত মি দিলে বারো রাধে! তি বুড়িছ।'
বৃন্দার যুক্তি রায়ে মানিয়া লইলো;
দিয়োগি বুড়লা বারো বুড়র সিংনালো।

বড়ানির পিছে রাই থাইলী নিকলে ;
বৃন্দার ইঙ্গিতে বারো বড় দিলো জলে ।
শ্যাম নিকলিল পিছে সখীয়ে আহিয়া
দিলা আত্তালি 'রায়ে জিঙলো' বলিয়া ।
অন্তর্যামী ভগবান বুজিয়া বঞ্চনা
মাতের সখীরে চেয়া 'বারো অ'ক সিংনা' ।

৮। নাগরে মাতের 'অ'ক খেলা পুনরায় ;
বুড়িয়া থাইরী চেই, কতোক্ষণ রাই ।
রাধা শ্যাম বারো তবে বড় দিলা জলে ;
আগেকার সাদে রাই থাইলী নিকলে ।
হাতুরে হাতুরে শ্যাম পানির ভিতরে
থাইলগা নিকলিয়া চরণ পাহাড়ে ।
এবেদে না নিকলের শ্যাম গিরিধারী—
দেহিয়া উতলা ইলা হাবি গোপনারী ।

৯। রাধাই মাতিরী, 'আহো চেয়ে হাবিহানে ;
পরাণ-নাথর ঐল নাজানু কিহানে ।'
গোপিনী হাবিয়ে তবে গিয়া সরোবরে
লামিয়া বিছারতারা এপারে হোপারে ।
শ্যামরে নাপেয়া সখী উতলা পরাণে
ডাহে ডাহে কাদতারা ঝুরিয়া নয়ানে ।

১০। কুরাঙে গেলেগা সখা !
অভাগীরে দেয়া দেখা ।
আমি কাতর অন্তরে
ডাহিয়ার সখা ! তোরে--
আছি সাক্ষী বৃক্ষলতা
শুকশারী ফুলপাতা ।

আমি আর তোর তুলো
না খেলবাঙে বঞ্চনালো ;
দেখা দিয়া দে জীবন,
ব্রজগোপী-প্রাণধন !

১১। হুনিয়া কাতর বাণী দিলো শ্যাম গুণমণি
বাশীধ্বনি চিত্তবিমোহন ;
গোপীয়ে ধ্বনি হুনিয়া চরণ পাহাড়ে গিয়া
পেইলাগা শ্যাম-দরশন।

হোলি

১। বলি ঃ

আজি বসন্তর ঋতু দেহিয়া গোরার
অন্তরে জাগিল ভাব ফাগুয়া খেলার ।
আনিয়া ভক্তর লগে ফাগু পেচকারি
খেলার গোরাই দিয়া ধ্বনি 'হরি হরি' ।
গোরাই আঁহিয়া মৃদঙ্গ, গৌরীদাস-সঙ্গে
ফাগু পেচকারি দের গদাধর-অঙ্গে ।
স্বরূপাদি-লগে ফাগু গদাধরে দের ;
গোরা-অঙ্গে পেচকারি আবির ঢালের ।
গৌরীদাসে জয়ধ্বনি দের গৌরাঙ্গর ;
স্বরূপে মাতের, 'জয় মোর গদাধর ।'

২। দ্রাং দ্রাং দ্রিমি দ্রিমি বাজের যন্ত্র রসাল—
মধুর মৃদঙ্গ আর শংখ ঘণ্টা করতাল ।
রঙে অয়াঁ রাঙা রাঙা আজি গোর গুণমণি
নাচের ভক্তর সঙ্গে দিয়া হরি হরি ধ্বনি ।
গদাধর-মুখ চেয়া ব্রজভাবে আজি গোরা
মাতে মুরারিয়া 'রাধা' মাতের হে 'রা রা রা রা' ।

৩। চেইতাহে রঙ্গ আজি রাই বনমালী
ব্রজগোপী সঙ্গে নিয়া খেলতার হোলি ।
কুনো সখী রাই পক্ষে কৃষ্ণপক্ষে কুনো জনা ;
আনন্দে বিভোর অয়াঁ খেলতারা ব্রজাঙ্গনা ।
ব্রজগোপী জনে জনে ফাগু পেচকারি নিয়া
আগোরে আগোই চেয়া সুখে দিতারা হিচিয়া ।
প্রেমানন্দে ঢালে ঢালে চন্দন-কস্তুরী-পানি
'জিঙলু জিঙলু' বুলে দিতারাহে জয়ধ্বনি ।

৪। (ঝন) ঝনতা ঝন ঝনতা তাতারে। একে তুমনা থেয়া
দ্রিমিকি দ্রিগরা তাতাতা
দ্রিমিকি দ্রিগরা তাতাতা। তেন্না ও থেয়া .... ঝনতা
সাসারে গারে গামা পাধানি সা।
ও ...... তেন্না তেরেখেটে তেন্না
ও ..... তেন্না তেরেখেটে তেন্না। তেন্না ও থেয়া ...... ঝনতা
সারেরে রেগামা গামাপা ধা
সারেরে রেগামা গামাপা ধা। তেন্না ও থেয়া ...... ঝনতা
সারেরে রেগামা গামাপামা মাগারে
সারেরে রেগামা গামাপামা মাগারে। তেন্নাও থেয়া ...... ঝনতা

৫। তা তা তা থেই দ্রিগ থেই তা থেই থেই
নৃত্য মনোরঞ্জন তাল। ও কি আরে তা তা
চরণ উপরে সোনার নূপুর, বক্ষস্থলে বনমালা
রুণ্দু পানি নর্তকিনী গো থেই। নৃত্য মনোরঞ্জন তাল।

৬। নৃত্যন্তীথং গদতি তথথৈ থৈ তথৈ থৈ তথৈ থা
ধাং ধাং দৃক্ দৃক্ চণ্ড চণ্ড নিঙাংণং নিঙাংণং নিঙাংনাং
তুত্তুক্ তুং তুং গদ্ড়দ্ গদ্ড়দ্ গদ্ড়দ্ ধাং দ্রাং গদ্ড়দ্রাং গদ্ড়দ্রামঃ।
ধেক্ ধেক্ ধো ধো কিরিটি কিরিটি দ্রাং দ্রিমিদ্রাং দ্রিমিদ্রা—
মাগত্যেবং মুহুরিহ মুদা শ্রীমদীশা ননর্ত ॥

(গোবিন্দলীলামৃত)

৭। শ্রীনন্দনন্দন-সঙ্গে খেলিরী রাধা পিয়ারী।
শ্রীরাধিকা-সঙ্গে চেই, খেলার শ্রীগিরিধারী।
অঞ্জলি বুজিয়া রাই শ্যামচান্দ-মুখ চেয়া
দিরী ফাগু পেচকারি আনন্দে বিভোর হয়া।
শ্যামনাগরে ফিরেয়া দের ফাগু পেচকারি ;
নারিয়া গোপীর বুকে লুকেইরী রাই গৌরী।

৮। ব্রজাঙ্গনা-সঙ্গে রাধিকা পিয়ারী
ফাগুয়া খেলিরী সঙ্গে গিরিধারী।
শ্যাম নীলমণি, রাই কাচা হলুদ;
ফাগু রঙে আজি আঁখি রাঙা রাঙা।

৯। জয় রাধা মাধব আজি বৃন্দাবনে
খেলতারা ফাগু খেলা নিকুঞ্জ-কাননে।
ফাগুয়ার রঙে রঙে কতো কতো রঙ্গে
খেলতারা রাধাশ্যাম ব্রজগোপী-সঙ্গে।

ঝুলন-লীলা

১। বলি ঃ—

আজি গোরাঙ্গর মনে — কি ভাব উঠিল—
ঝুলনর রসভাব — অন্তরে জাগিল।
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ — কদম্বর তলে
খেলতারা ঝুলনর — খেলা ফুলদোলে।
ও রস ভাবিয়া গোরা — পুলকিত অঙ্গে
করের ঝুলন লীলা — ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রিয় গদাধর সঙ্গে — সুরধরী তীরে
ঝুলন খেলার গোরা — ভক্ত সঙ্গে করে।
গদাধর মুখ চেয়া — পূর্বভাব আয়া
ঝুরের গোরাই আজি — গদ গদ অ'য়া।

২।

গদাধর মুখ চেয়া
কাদের গোরা ঝুরিয়া।

সুরধনী তীরে আজি — গোরা নটবরে
ব্রজভাবে গদ গদ — রাধা প্রেম ভরে।
পূর্বে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ — কদম্বর ডালে
ঝুলন রস বিহার — কৈলা ফুলদোলে।
ঐ লীলা ভাবিয়া গোরা — পুলকিত মনে
ভাবে গর গর অঙ্গ — ঝুরের নয়নে।

৩। বলি ঃ

গোরার কিভাব মনে — ঐল জাগরণ—
ঝুলের বৃক্ষর ডালে — রচিয়া ঝুলন।।
দেখিয়া গোরার খেলা — ধীরে গদাধরে
কায়িল গোরার লগে — ঝুলন-উপরে।
ঝুলে ঝুলে দ্বিয়োজনে — অ'ছিহে আনন্দ;
দিতারা আ'তর তালি — ভকতর বৃন্দ।

৪। কতি মনোহর চেই, আজি বৃন্দাবন—
দশদিকে সুশোভিত কুসুম-কানন।
গাছে গাছে নুৱা পাতা নুৱা নুৱা ফুল
মৃদু মলয়ার বোৱে নাচিয়া বিভোল।
বনে বনে নানা ফুল আছে শাতো শাতো;
ফুল গন্ধে বৃন্দাবন অ'ছে আমোদিত।
কোকিলে দিতারা এলা পঞ্চমর সুরে,
বুলে বুলে নাচতারা ময়ূরী-ময়ূরে।
দেহিয়া এ বনশোভা শ্রীনন্দ-নন্দন
করের ঝুলন-লীলা রচিয়া ঝুলন।

৫। বলি ঃ

সুচাতুরী বৃন্দাদেবী কদম্বর ডালে
রাধাকৃষ্ণ বহাদিলো ফুলর হিন্দোলে।
ফুলর দড়িলো ফুল আসন বাধিয়া
সাজাদিলো ফুলদোল আনন্দে ভাহিয়া।
চারিবেদে সখী হাবি বেড়িলা আহিয়া;
মধ্যে রাধাকৃষ্ণ আছি দোলনে দুলিয়া।

৬। ঝুলের নাগর রাধা সুকুমারী সনে –
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে আজি কুঞ্জবনে।
হাবি গোপিনী ব্রজর অ'য়া আনন্দে বিভোর
জনে জনে বেগে বেগে দিতারা দোলন;
অ'য়া রাধিকা চকিত চেয়া নিজ প্রাণকান্ত
ধরিরী করিয়া দ্বিয়া বাহু প্রসারণ।
দেহিয়া গোপিনী সুখে জয়ধ্বনি দিয়া মুখে
দিতারা আ'তর তালি দ্বিয়াগি ঘেরিয়া।
ছিড়িয়া নানান ফুল, অ'য়া আনন্দে আকুল
যুগল রূপর গজে দিতারা হিচিয়া।

৭। চেই— আজি বৃন্দাবনে
দুলের নাগর নাগরীর সনে।
অ'য়া ব্রজনারী আনন্দে আকুল
দিতারা হিচিয়া নানা বনফুল।
জনে জনে গোপী দিতারা দোলন;
ডরে শ্রীরাধিকা চকিত-নয়ন।
যুগল মিঙালে ভাহিয়া ভুবন
(আজি) বৃন্দাবনে অ'ছে প্রেমর বরণ।

৮। (আজি) ঝুলতারা যুগল কিশোর—
ফুলর হিন্দোলা-গজে; কতি মনোহর!
রাধাকৃষ্ণ দুলতারা ফুলর আসনে;
চারিবেদে বেড়ে আছি যতো সখীগণে।
ললিতা বিশাখা আদি ইঙ্গিত জানিয়া
দুলিতারা সুখে রঙ্গে জনে জনে গিয়া।
দুলের ফুলর দোল অতি দ্রুত দ্রুত;
রাই বিনোদিনী ডরে ঐরী চমকিত।

৯। (ব্রজে) রাধা-গোবিন্দর আনন্দ অপার—
করিয়া কদম্ব ডালে ঝুলেন বিহার।
চারিবেদে সখী হাবি হিন্দোলা বেড়িয়া
জনে জনে ফুলদোল দিতারা ঝুলেয়া।
(আজি) আনন্দর সীমা নেই — রূপ চেয়া চেয়া;
সখীয়ে দিতারা তাল আনন্দে বুজিয়া।
রসরঙ্গে শ্রীগোবিন্দ চেয়া জনে জনে
বিলার আনন্দ ধারা আজি বৃন্দাবনে।

১০। খেলতারা রাধাকৃষ্ণ সুখে বৃন্দাবনে—
কদম্ব বৃক্ষর তলে সখী নিয়া সনে।
ললিতা বিশাখা সখী দিতারা দোলন;
দিতারাহে তাল আতে আন সখীগণ।

আনন্দর ধারা অ'ছে আজি বৃন্দাবনে ;
বহের প্রেমর ধারা সখীর নয়নে ।

১১। দুলিরী হে বিনোদিনী—
সঙ্গে নিয়া গুণমণি ।

বৃন্দাবনে আজি কতি আনন্দ অপার !
করতারা রাধাশ্যামে যুগল বিহার ।
দোলা দিতারা কুনোগো সখীয়ে হিন্দোল ;
কুনো সখী ঘিরে ঘিরে দিয়ো অঙ্গে ফুল ।
গাছে গাছে নুৱা ফুল পড়ের শাতয়া ;
পুলকিত পশু পাখী রূপ চেয়া চেয়া ।

১২। সুখদ শ্রীবৃন্দাবনে আজি আনন্দ-সাগরে
শ্যাম বিনোদিনী আহি সুখে ঝুলন-বিহারে ।
চারিবেদে সখী হাবি বেড়ে আনন্দ-অন্তরে
দোলন দিতারা দোলে ঘনে ঘনে প্রেমভরে ।
দিয়ো রূপ চেয়া চেয়া, প্রেম ধারালো ভাহিয়া
অঞ্জলি অঞ্জলি করে দিতারা ফুল হিচিয়া ।
রসরাজ গিরিধারী শ্রীরাধিকা বিনোদিনী
ফুলে ফুলে বেড়ে আছি ; অপরূপ এ লাবণি !

১৩। ঝুলিরী শ্রীরাধা বৃন্দাবনচান্দ ;
ব্রজনাগরীর আজি কতিয়ো আনন্দ !
শ্যামর বাঙেদে চেই রাই বিনোদিনী—
নীলুৱা মেঘর কোলে য়েন সোদামিনী ।
(রাইর) কটিতে কিঙ্কিনি দের কিনি কিনি ধ্বনি ;
হুনার কঙ্কন আতে কতিয়ো লাবণি !
রাধার হুনার গণ্ডে কঙ্কন-দোলন
চেয়া চেয়া নাগরর পুলকিত মন ।
শ্যামনাগরর কটি ভুজলতা দিয়া
দৃঢ় করে বিনোদিনী থায়িলী ধরিয়া ।

মাতিরী শ্যামরে চেয়া চকিত নয়ান—
'রক্ষা করে প্রাণনাথ আজি রাধা-প্রাণ'।

১৪। বিনোদিনী বিনোদ নাগর
খেলতারা ঝুলে ঝুলে কতি মনোহর!
ললিতাদি সখী হাবি দিতারা দোলন;
দিতারাহে করতালি আন সখীগণ।
যুগল-ঝুলন চেয়া মলয়া সমীরে
রাধাকৃষ্ণ-সুখ কাজে বহের সুধীরে।
বৃন্দাবনে বৃক্ষলতা বুজিয়া আনন্দে
দিতারা যুগল-সেবা ফুলর সুগন্ধে।

১৫। রাধাশ্যামর ঝুলনে সুখময় বৃন্দাবনে
যমুনা তরঙ্গ বহের উজান।
বৃন্দাবনে বৃক্ষ যতো প্রেমে অঁয়া পুলকিত
আনন্দে দিতারা ফুলর বরণ।
বয়া আম্র ডালে ডালে দিতারা এলা কোকিলে
পঞ্চমর সুরে মধুর মধুর।
বিচিত্র পেখম মেলে নাচতারা বুলে বুলে
প্রেমর আনন্দে ময়ূরী ময়ূর।

১৬। আহা কি মাধুরী রূপ! আহা কি মাধুরী!
শ্যাম-বামে বিনোদিনী— এ রূপর বলিহারি!
রাইর দীঘল বেনী বনমালা শ্যাম-গলে
নাচের কি অপরূপ দোলনর তালে তালে!
শ্যাম-আঁতে রাই-আঁতে আঁতে আঁতে বেড়াবেড়ি—
(যেন) তমালে হুনার লতা, নীলুবা মেঘে বিজুরি।
হিন্দোলর গজে আজি সুখ যুগল-বিহারে
নব বৃন্দাবন-বন ভাহেছে প্রেম জুবারে।

১৭। বৃন্দার ইঙ্গিতে- সখীয়ে আয়া
দিলা দ্রুতবেগে দোলা চালেয়া।
ডরে বিনোদিনী চকিত অ'য়া
ধরিরী শ্যামরে কলকরিয়া।
আহিগি জিপেয়া মাতিরী ধনী –
'না এরাদি মোরে ও গুণমণি'।
দেখিয়া সখীয়ে রাইর গতি
আহিতারা প্রেম— আনন্দে কতি!

১৮। চেইতা চেইতা— (এরে) যুগল রূপর
ঝুলন-বিহার; অ'ছে কতি মনোহর!
শ্যামচান্দর কটিতে ভুজলতা দিয়া
দৃঢ় করে রাই ধনী থায়িলী ধরিয়া।
সঘনে দোলের দোল চক্রর সমান;
ডরে আছে রাই ধনী জিপেয়া নয়ান।
মাতিরী শ্যামরে, 'হুনে, শ্যাম ব্রজচান!
রক্ষা কর এ অবলা রাধার পরাণ'।

১৯। ফুলর দোলন-গজে রাধাশ্যাম দিয়েজনে
খেলতারা দোলা খেলা আজি সুখ-বৃন্দাবনে।
সখীগণে জনে জনে দিতারা বেগে দোলন;
ভয়ে রাই বিনোদিনী ঐরী চকিত-নয়ন।
মাতিরী—'হে প্রাণনাথ! আজি বাচা প্রাণে মোরে
সহে হুরাকুরি আর থাকে মোরে ধরে ধরে।'

২০। দোলা বেগে ধনী ভয় পেয়া মনে
অঙ্গ অ'ছে থরথর।
শ্যামচান্দ-বুকে দৃঢ় আলিঙ্গনে
মাতিরী হে সুমধুর—

'হুনে প্রাণনাথ! ব্রজ-নব-ইন্দ্র!
না এরাদি আজি মোরে;
দোলার এ বেগ সহে নুরাকুরি;
থাক মোর আ'তে ধরে।
আহিংগি জিপেয়া, গদগদ অ'য়া
মাতিরীহে বিনোদিনী—
'প্রাণে বাচা মোরে আর দোলা নাদি;
ওহে শ্যাম গুণমণি!
রসরাজে চেয়া রাধার এ গতি
দৃঢ় করে আ'তে ধরে,
মৃদু আ'হে আ'হে 'ডর নেই' বলে
মাতের মধুর স্বরে।

২১। প্রাণনাথ— অঙ্গে ধরে মাতিরীহে বারে বারে—
'মি রাধা অবলা, নাথ! সহে নুরাকুরি আরে।
দোলার দোলনে, নাথ! না বাচের প্রাণ মোর;
নির্দয় তি নারে আর, থদে প্রাণ নট বর।

২২। বলি ঃ

ব্রজনারী শ্রীরাধার এ গতি দেহিয়া
মাততারা করযুড়ে শ্যামপানে চেয়া -
'হুনে, প্রাণ নাথ! আজি না'ক খেলা আর;
শ্রীরাধার এরে দুঃখ সহে নাগিয়ার।
নাগরে ইঙ্গিত কৈলো বৃন্দাপানে চেয়া;
দোলাবেগ সম্বরণ কৈলো বৃন্দা আয়া।

২৩। ইঙ্গিত জানিয়া ললিতাদি সখী
দোলনার চারিবেদে আয়া
নিজ নিজ সেবা করতারা সুখে—
শ্রীরাধার মুখ চো'া চেয়া।

(অয়া) তোর প্রেমে কাঙালিনী অ'ছু ব্রজে কলঙ্কিনী ;
তোর কাজে গৃহে দেহে অ'ছু হে মি উদাসিনী।
তোর প্রাণে, ব্রজচান ! সপেছু হে মোর প্রাণ ;
তি গেলেগা না বাচের— না বাচের এ পরাণি।

৮। নাযিগা নাযিগা ব্রজচান !
তি এ ব্রজ এরাদিলে না বাচের মোর প্রাণ।
নাযিগা নাযিগা বন্ধু ! নাযিগা তি মধুপুরে
তি বিনে কিসাদে থাইতু মি এ শূন্য ব্রজপুরে !
মোর পরাণ-পরাণ, তি মোর হৃদির ধন !
তি বিনে হাবিতা শূন্য, শূন্য মোর এ জীবন।
ক্ষণেক বিরহে তোর ডহের প্রাণ রাধার ;
ও মুখ না দেহিয়া এ জীবন মোর নাথার।

৯। বাছা বাছা হে নাগর ! রথ উবা কর ;
হৃদিগো বুজিয়া চাঙ চান্দ মুখ তোর।
নাযিগা নাযিগা নাথ থ' মোর বচন ;
তি বিনে এ শূন্য ব্রজে নাথার জীবন।
আমারে বেলেয়া এরে শূন্য ব্রজপুরে
কিসাদে যিতেগা বন্ধু ! তিহে মধুপুরে !

১০। নাযিগা নাযিগা বন্ধু ! নাযিগা তি মধুপুরে ;
না বাচের এ পরাণ তি নেয়িলে ব্রজপুরে।
তিলেক না পেইলে দেখা (তোর) রূপ ভুবনমোহন
বিরহে ডহের প্রাণ, শূন্য অ'র এ জীবন।
(নাথ !) তোর মুখ চন্দ্র চেয়া (রাধা) অছু পরাণ ধরিয়া—
কুলর কলঙ্ক নাথ ! হাবি মোর মুরে নিয়া।
তি গেলেগা মধুপুরে বিফল মোর জীবন ;
দেহ ডহে ডহে নাথ যিবগা মোর পরাণ !

৪। ব্রজভাবে কাদে কাদে   গৌরা রথপানে চেয়া
মাতের—'হে প্রাণনাথ!   বাছাহে বাছা' বুলিয়া।
নিষ্ঠুর অক্রুর আয়া   নেরগাহে শ্যামচান—
(ওহান) ভাহিয়া গৌরার আজি   বিদরের পঞ্চপ্রাণ।
মাতের 'নাযিগা বন্ধু!   নাযিগা তি মধুপুরে;
তি বিনে কিসাদে থাইতু   মি এ শূন্য ব্রজপুরে!

৫। বলি ঃ
ওহে প্রাণনাথ মোর   শ্যাম বিনোদিয়া!
নাযিগা তি মধুপুরে   মোর মুখ চেয়া।
গেলেগা মথুরা পুরে   তি মোরে ছাড়িয়া
কিসাদে পরাণ মোর   থাইতু ধরিয়া!
ক্ষণমাত্র বন্ধু! তোর   দেখা না পেইলে
পরাণ ফাটের মোর   বিরহ-অনলে।
এরাদিয়া দেশান্তরে   তোরে শ্যামচান!
শূন্য ব্রজে না থাইব   মোর এ পরাণ!

৬। নাযিগা হে প্রাণনাথ!   বেলেয়া এ অভাগিনী।
হুনে হুনে গিরিধারী!   তোর প্রেমে মি ভিখারী,
তোর প্রেম-মধু পিয়া   অ'ছু মিহে উন্মাদিনী।
তোরে 'রাধানাথ' বুলে   জানি হাবি ব্রজকুলে;
তি গেলেগা মধুপুরে   শূন্য অ'র বৃন্দাবন।
তি মোর পরাণ-ধন,   মোর নয়ন-রতন;
তি বিনে এ শূন্য ব্রজে   নাবাচের এ জীবন।

৭। নাবিগা মাধব!   ব্রজকুল-মণি।
নাবিগা নাবিগা নাথ!   বেলেয়া এ অভাগিনী।
তি গেলেগা মধুপুরে   শূন্যময় ব্রজপুরে
কার মুখ চেয়া নাথ!   থাইতো মি একাকিনী!

রথযাত্রা

১। অবতার-শিরোমণি, কলিযুগে চিন্তামণি,
অ'ছে প্রভু গৌরহরি নবদ্বীপে অবতরী।
ব্রজনাথ নদেপুরে আহেছে শচীর ঘরে—
রাধা-রূপ অঙ্গে লয়া, নিজগণ সঙ্গে নিয়া।
(গৌরা) রাধাভাবে মত্ত অ'য়া থার রাধা-নাম গেয়া।
কলি-অজ্ঞান বিনাশে প্রেম দের দেশে দেশে।

২। বলি ঃ
নীলাচলে জগন্নাথ কায়া আজি রথে
যারগাহে সমারোহে গুণ্ডিচার পথে।
রথ চেয়া গৌরাঙ্গর কি ভাব উঠিল—
'হায় প্রাণনাথ' বুলে ছুটিয়া আহিল।
পুরবে অক্রুর আয়া রামকৃষ্ণ নিয়া
গিয়াছিল মধুপুরে রথে কা'করিয়া।
ঐ ভাব জাগিয়া আজি আবেশে রাধার
গদগদ অ'য়া গৌরা কৃষ্ণপানে চার।
উবা ঐল রথ-আগে কৃতাঞ্জলি অ'য়া,
নয়ানর জলে গৌরা শ্রীমুখ ভাহেয়া।

৩। গৌরাঙ্গ কি ভাবে আজি! চেয়া চেয়া রথ
ভাবে গরগর অঙ্গ অ'ছে পুলকিত।
চকিত-নয়ানে গৌরা দশদিকে চার;
অবিরল প্রেমধারা নয়ানে বহার।
(পূর্বে) অক্রুর আহিয়া রথে কা'করিয়া
নিয়াছিল কৃষ্ণ মধুপুরে—
ঐ ভাব আহিয়া রথপানে চেয়া
আছে গৌরা আজি ঝুরে ঝুরে।
রথ চেয়া চেয়া গৌরা ব্যাকুলিত-প্রাণ;
রাধাভাবে অবিরাম ঝুরের নয়ান।

শ্যাম সুনাগরে নিজ বস্ত্রাঞ্চলে
মুছে দিলো রায়ির বদন।
ললিতা বিশাখা সাজাদিলা আয়া
সুযতনে বসন-ভূষণ।
কুনো কুনো সখী দিতারা আহিয়া
রূপ চেয়া চামরে ব্যজন।
কুনো কুনো সখী মৃদু মৃদু আ'তে
করতারা পাদ-সম্বাহন।

২৪। বলি ঃ
দোলনাও লামে রাই শ্যাম সুনাগর
বহিলা ফুল আসনে পুলক-অন্তর।
সখী হাবি প্রেমানন্দে বেড়িয়া বহিলা ;
অবসান ঐল আজি ঝুলনর খেলা।

হে রাধার প্রাণধন ! রূপ তোর না দেখিয়া
অভাগিনী ব্রজপুরে না থাইব হে বাচিয়া !

১১। বলি ঃ
এতা বুলে ধনী রাই উন্মাদিনী অ'য়া
রথ চাকাহানি আতে ধরলোগা গিয়া ।
নিজ কেশে রথচাকা বাধিয়া বাধিয়া
মাতিরীহে রসরাজ— মুখপানে চেয়া—

১২। ধরে রথচাকা ধনী কেশে বাধে দিরী ।
শ্রীবদন-চান্দ চেয়া বন্ধুরে মাতিরী—
'নাযিগা নাযিগা বন্ধু ! থামা থামা রথ ;
অভাগীরে না মারিতি ওহে প্রাণনাথ !
শূন্য ঐলে বৃন্দাবন, কদম্বর তল ।
শূন্য ঐলে রাসস্থল, যমুনার জল ।
আজিতো এ বৃন্দাবন ঐলে অন্ধকার ।
অন্ধকার এ জীবন অভাগী রাধার ।

১৩। বলি ঃ
শ্রীরাধার ভাবগতি দেখিয়া নাগর
অধোমুখে বয়া আছে রথর উপর ।
রাধা সুবদনী তবে ও ভাব বুজিয়া
মাতিরীহে কাদে কাদে শ্যাম পানে চেয়া—

১৪। যানা-কালে নাথ ! দয়া করে
এ বাঞ্ছা পুরাদে দাসিনীরে ।

উবা অ'য়া মোর মুণ্ডে ; চাঙ জীবনর কাজে—
ললিত ত্রিভঙ্গ তোর রূপ আজি আখি বুজে ।
অন্তকালে প্রাণনাথ ! থদিছে তোর চরণে ;
দাসী করে থদে মোরে জীবনে কিবা মরণে !

শিশুকালেতো ও পদে সপেছু মোর জীবন ;
এ দাসীর শেষ বাঞ্ছা করেদে নাথ ! পূরণ ।

১৫। প্রাণনাথ ! কৃপা করে
না পাহুরিছে দাসীরে ।

এরাদিলে তিহে নাথ ! মি না এরাদিতো ;
চরণে বেড়িয়া তোরে বাধিয়া মি থৈতো ।
চন্দন অ'য়া মি থাঙ শ্রীঅঙ্গে মিশিয়া ;
নপুর অ'য়া মি থাঙ চরণে বেড়িয়া ।
থাদিছে চরণে মোরে জীবনে মরণে—
দাসিনীর এরে বাঞ্ছা তোর শ্রীচরণে ।

১৬। বলি ঃ

এতা বুলে বিনোদিনী ঝুরিরী নয়ান ;
শ্যাম গুণমণি ঐল ব্যাকুল-পরাণ ।
রাধারে ত্রিভঙ্গ রূপে দিয়া দরশন
মধুপুরে যাত্রা কৈলো শ্যাম ব্রজধন ।
নিষ্ঠুর অক্রুর রথে নিয়া শ্যামচান
মথুরা-নগর পথে কৈলোহে প্রয়াণ ।
এসাদে ভাবিরা গোরা ভাব সম্বরিলো ;
জগন্নাথ-রথ ধীরে ধীরে যাত্রা কৈলো ।

অনুশীলনী

কন্ন এলাত কন্ন প্রচলিত এলার সুর অনুশীলিত আছে উতার তালিকা—

এলার ক্রমসংখ্যা	অনুশীলিত এলার প্রথম পঙক্তি
জলকেলি—	
১	সখীসঙ্গে শ্যামগৌরী
২/৩	যমুনারি জলে
৪	রাধা সখী জল কেলিসনিপুণা
৫	পক্ষাপক্ষ সাজে
৬	সখীরা যেমন জল খেলে
৭	শ্যাম পলাইতে চায়রে
বংশী শিক্ষা	
২	ওহে বন্ধু শ্যাম রসময়
৩	কোন বাঁশী ধনী করিবে শিক্ষা
পুষ্পযুদ্ধ	
৪	প্রাণনাথ আজিকার রণে
পাশাখেলা	
২	কোকিল সুরে বলে রাই,
৩	খেলো খেলো বলি
৫	রাধে দে দে
৬	দুঃখ দিয়ো নাকো
ডুবখেলা	
২	বৃন্দাবনে কিবা শোভা
৪	নীলমণি হেম কিয়ে
৫	বৃন্দা কহে শোনো রসময়
৬	তবে ভালো ভালো বলি
৮	নাগর পুনঃ কহে
১০	আইস কৃষ্ণ প্রাণসখা
হোলি	
৩	হা দেখ রঙ্গ
৭	নন্দনন্দন সঙ্গে